না; কারণ সুখের দ্বারা মনের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। এইভাবে সমালোচকরা বলেছেন যে সুখ কখনও কামনার বিষয় হয় না। যা কামনার বিষয় সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ আসে।

(৬) উপরোক্ত সমালোচনাকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন সিজউইক (Sidgwick)। তিনি বলেছেন যে সুখ কখনই আমাদের কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। কোন কাজ করার সময় আমরা যদি সুখের কথা বেশি চিন্তা করি তা হলে কাজটিই ব্যাহত হবে এবং সুখ কোনদিনই আমাদের হস্তগত হবে না। সিজউইক তাই বলেছেন যে সুখকে লাভ করতে হলে সুখের চিন্তা করলে চলবে না। সুখকে বিস্মৃত হলেই সুখকে পাওয়া যায়। আমরা কোন কাজ করার সময় যতই সুখ সম্বন্ধে সচেতন হব ততই সুখ আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে। এখানে এক আশ্চর্য বিরোধের সম্মুখীন হই আমরা। সুখকে পেতে হলে সুখকেই বিস্মৃত হতে হবে। একে সিজউইক বলেছেন 'সুখবাদের কূটাভাস' বা Paradox of Hedonism। সুখ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যে বস্তুকে চাই তাকে পাবার চেষ্টা করলেই পরিণামে সুখলাভ হয়।

তবে সুখকে বিস্মৃত হওয়া সুখপ্রাপ্তির আবশ্যিক শর্ত এ কথা সম্ভবত সম্পূর্ণ সত্য নয়। সুখের কল্পনা যে আমাদের কর্মে প্রণোদিত করে এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। তবে এ কথাও সত্য নয় যে নিরন্তর সুখের কথা চিন্তা করে আমরা কাজ করি। কোন কাজের আগে নিরন্তর সুখের চিন্তা কূটাভাসের জন্ম দেবে। আসলে সিজউইক এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন সুখভোগের জন্য সুখ সম্পর্কে কিছুটা উদাসীনতা আবশ্যক।

যাই হোক উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

নৈতিক সুখবাদ
(Ethical Hedonism)

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের সঙ্গে নৈতিক সুখবাদের পার্থক্য এই যে প্রথম মতবাদটি তথ্যমূলক এবং দ্বিতীয়টি আদর্শমূলক। প্রথম মতবাদে একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে— আমরা সুখ কামনা করি। নৈতিক সুখবাদের মতে সুখই আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যা আমাদের কাছে সুখকর তার প্রাপ্তি ছাড়া আমাদের আর কোন নৈতিক কর্তব্য নেই।

নৈতিক সুখবাদ মনে করে যে আমাদের সমস্ত কর্ম বা আচরণ একটি নীতিকেই অনুসরণ করবে যার নাম/আত্মস্বার্থের নীতি। এই নীতির মধ্যেই আমাদের সমস্ত কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার ভিত্তি নিহিত আছে। সুখই আমাদের স্বার্থ। যা এই আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ করে তাই আমাদের করণীয়। তাই সুখই আমাদের সকল কর্মের আদর্শ বা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নৈতিক সুখবাদ দুটি ভাগে বিভক্ত— আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism) এবং পরসুখবাদ (Altruism বা Universalistic Hedonism)। আত্মসুখবাদ মনে করে যে প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের সর্বাধিক সুখলাভের জন্য চেষ্টা করা। পরসুখবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের উচিত সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ অন্বেষণ করা। উভয় ক্ষেত্রেই বলা হয় যে সুখই মানুষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— তা আত্মসুখ হতে পারে বা পরসুখ হতে পারে।

আত্মসুখবাদ
(Egoistic Hedonism)

আত্মসুখবাদ একটি অতি প্রাচীন মতবাদ। প্রাচীন গ্রীসে সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। আধুনিক যুগে হব্‌স্ এই মতবাদের প্রবক্তা। তবে গ্রীকযুগেও আত্মসুখবাদ দু'ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। সুখ যে দু'প্রকার এ কথা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা স্বীকার করেছিলেন। সুখ দৈহিক হতে পারে, আবার মানসিক হতে পারে। কোন কোন দার্শনিক দৈহিক সুখের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ মানসিক সুখকেই অভিপ্রেত বলে ঘোষনা করেছিলেন। এইভাবে আত্মসুখবাদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি স্থূল এবং অপরটি তুলনামূলকভাবে পরিশীলিত। গ্রীসের সিরিন নগরের অধিবাসী অ্যারিস্টিপাস স্থূল আত্মসুখবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতবাদ 'সিরেনাইসিজম্' (Cyrenaicism) নামেও পরিচিত। পরিশীলিত আত্মসুখবাদের প্রচারক ছিলেন এপিকিউরাস।

স্থূল আত্মসুখবাদ
(Gross Egoistic Hedonism)

অ্যারিস্টিপাসের মতে সুখ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের কর্মের লক্ষ্য হতে পারে

Scanned with CamScanner

না। তিনি বলেছিলেন যে আমি যদি জীবন থেকে আস্বাদ গ্রহণের আনন্দ, শোনার আনন্দ, ভালোবাসার আনন্দকে মুছে ফেলি তাহলে আমি নিজেকে কিভাবে সুখী বলে ভাবব তা জানি না। জীবনের পূর্ণতার এই বর্ণনা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুখ শারীরিক এবং মানসিক এই দুপ্রকার হতে পারে। আমরা সাধারণত এই দু'প্রকার সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য করি এবং একপ্রকার সুখকে অন্যপ্রকার সুখের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে মনে করি। অ্যারিস্টিপাসের সুখবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শারীরিক এবং মানসিক সুখের মধ্যে গুণগত ভেদকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে বিভিন্ন সুখের মধ্যে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। তীব্রতা হল সুখের অন্যতম পরিমাণগত ধর্ম। যে সুখের তীব্রতা বেশী সেই সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

তা ছাড়া যে সুখলাভের জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট সেই সুখ বর্তমানেই আমাদের হস্তগত হতে পারে অথবা আমরা ভবিষ্যতে সেই সুখ লাভ করতে পারি। অ্যারিস্টিপাসের মতে যে সুখ আমাদের নিকটবর্তী তাই দূরবর্তী সুখের তুলনায় আমাদের অভিপ্রেত হওয়া উচিত।

বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত তারতম্য স্বীকার না করলেও অ্যারিস্টিপাস তীব্রতর সুখকে কাম্য বলেছেন। এর ফলে মানসিক সুখের তুলনায় ইন্দ্রিয়লব্ধ দৈহিক সুখই যে অধিকতর কাম্য এ কথাই বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখ মানসিক সুখের তুলনায় তীব্রতর। তবে সুখলাভের ক্ষেত্রে সুখের পরিণাম বিচার করা প্রয়োজন। বর্তমানের তীব্রতম কোন সুখ ভবিষ্যতে দুঃখের জনক হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে নিরঙ্কুশ সুখ বলা যাবে না এবং সেইজন্য এইরকম সুখ পরিত্যাজ্য। সুতরাং সুখলাভের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টিপাস আমাদের বিবেচনাবোধকে জাগ্রত রাখতে বলেছেন। আমরা যেন অন্ধভাবে বর্তমানের তীব্রতম সুখের পিছনে না ছুটি।

ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে চার্বাক সম্প্রদায় স্থূল আত্মসুখবাদ প্রচার করেন। তাঁদের মতে মানুষ যেহেতু দেহ ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব তাই যে সুখ মানুষের কাম্য তা দৈহিক সুখ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই চার্বাক জৈবিক বা ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখের অন্বেষণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। চার্বাক বলেন যে সুখ ক্ষণিক হতে পারে; এমন কি সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকতে পারে। তবুও তার জন্য সুখকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দৈহিক সুখের জন্য চার্বাক দর্শনে যে কোন মূল্য দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশীলিত আত্মসুখবাদ
(Refined Egoistic Hedonism)

এপিকিউরাসকে সাধারণত পরিশীলিত আত্মসুখবাদের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। নৈতিক সুখবাদের সমর্থনে তাঁর রচনার যতটুকু আমাদের হস্তগত হয়েছে সেখানে আমরা এক অসাধারণ জীবনদর্শনের পরিচয় পাই।

তিনি মনে করেন যে বুদ্ধিমান মানুষ মৃত্যুভয়কে জয় করতে সক্ষম। যতক্ষণ আমাদের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ মৃত্যু আমাদের স্পর্শ করতে পারে না; আবার মৃত্যু গুরুত্বহীন। বিজ্ঞ ব্যক্তি তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত হন না। তিনি জীবনকে ভোগ করতে আগ্রহী। মানুষ যেমন অপরিমিত আহারের তুলনায় উত্তম আহারই পছন্দ করেন, সেইরকম দীর্ঘ জীবনের তুলনায় সুখকর জীবনকেই সে কাম্য বলে মনে করে। আমরা সকলেই সুন্দর জীবন কামনা করি এবং সুন্দর জীবনের জন্য দুঃখ এবং ভয়কে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। যার জীবন থেকে দুঃখ ও ভয়ের আশঙ্কা বিদূরিত হয়েছে তাকে আর জীবনকে পূর্ণ করার জন্য অন্য কিছুর সন্ধান করতে হয় না। এপিকিউরাস বলেছেন যে সুখের অভাব যখন আমাদের দুঃখ দেয় তখন সুখের প্রয়োজন হয়। যে জীবনে দুঃখ নেই সেই জীবনে সুখেরও প্রয়োজন নেই। সেইজন্য এপিকিউরাস সুখকে জীবনের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি বলেছেন— 'The beginning and end of the blessed life' এই বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে আমাদের বিভিন্ন সহজাত ধারণার মধ্যে সুখকেই আমরা প্রথম কাম্য বস্তু বা 'first good' বলে জানি। সুখের ধারণা থেকেই আমরা কোন্ জিনিস পছন্দ করব এবং কি জাতীয় জিনিস এড়িয়ে চলব তা স্থির করি। সুখের অনুভূতি আমাদের নৈতিক আদর্শ যার দ্বারা আমরা সব কিছুর ভালোত্ব নির্ধারণ করি। তাই বলা যায় যে সুখের ধারণা থেকেই আমাদের কর্মের সূত্রপাত হয় এবং সুখেই তা পরিসমাপ্ত হয়। 'From pleasure we begin every act ... and to pleasure we return again.'

বহু শতাব্দী পরে বিভিন্ন দার্শনিকের রচনায় সুখবাদ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বিষয়ে বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়। সুখবাদের সমর্থনে তাঁদের যুক্তি ও বিশ্লেষণ যে যথেষ্ট গভীর তা অস্বীকার করা যায় না। তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে সুখবাদের আবির্ভাব হয়েছিল সুদূর গ্রীকযুগে। এমন কি মিল বিভিন্ন সুখের মধ্যে যে গুণগত তারতম্যের উল্লেখ করেছিলেন তার বীজও এপিকিউরাসের রচনায় লক্ষ্য করা কঠিন নয়। এই বিষয়টি যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

Scanned with CamScanner

এপিকিউরাসের জীবনদর্শনকে বুঝতে হলে সুখ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যাকে জানতে হবে। তিনি সুখের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে স্থূলতার চিহ্নমাত্র নেই। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে বিচক্ষণতা ও সম্মানের সঙ্গে যে জীবন যাপন করতে পারে না তার পক্ষে সুখের জীবন-যাপন করাও অসম্ভব[২]। যথার্থ সুখ যা নৈতিক আচরণের মানদণ্ড তা কখনও বুদ্ধি, মনন ও ন্যায়ধর্ম থেকে বিযুক্ত নয়। মানুষ অবশ্যই সুখলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সব কামনাই একরকম না। কোন কোন কামনা স্বাভাবিক (natural) এবং কোন কোন কামনা কৃত্রিম (vain)। ক্ষুধায় আহার করার ইচ্ছা, তৃষ্ণায় জলপিপাসার ইচ্ছা— এগুলি সবই স্বাভাবিক ইচ্ছা। এই সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হলে দৈহিক সুখ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে দৈহিক সুখের প্রয়োজন আছে। কৃত্রিম ইচ্ছার বিষয়গুলি দৈহিক সুখ এনে দিতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। যেমন মানুষ বিলাস, খ্যাতি, অর্থের প্রাচুর্য প্রভৃতি কামনা করে। কিন্তু অসংযত বিলাস, সীমাহীন সম্পদ মানুষের কৃত্রিম ইচ্ছার বিষয় হলেও তার দ্বারা যথার্থ সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। সুন্দর, সুস্থ, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য এই সমস্ত কামনা অনাবশ্যক বলে তাদের কৃত্রিম বলা হয়েছে।

সুতরাং সুখের সন্ধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকলেও মানুষকে বিচক্ষণ হতে হবে; তাকে বিচার করে নিতে হবে কোন্ সুখ তার কাম্য হওয়া উচিত। এপিকিউরাস বলেছেন যে অসংযত সুখ যা মন বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় তা জীবনে সুখের পরিবর্তে দুঃখকে ডেকে আনতে পারে। সুখ তাকেই বলা হবে যা শরীরকে ক্লেশমুক্ত ও মনকে ক্লেদমুক্ত করে। অসংযত ভোগ জীবনকে সুখে পূর্ণ করেনা। একমাত্র সংযত যুক্তি, নিজের কর্মের প্রেরণা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা মানুষকে সুখের সন্ধান দিতে পারে।

হব্‌স্-কে নৈতিক আত্মসুখবাদের একজন আধুনিক প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। হব্‌সের মতেও মানুষ স্বভাববশত আত্মকেন্দ্রিক। মানুষ একমাত্র নিজেকেই ভালবাসে। হব্‌স্ যেহেতু মানুষের আত্মপ্রেমকে নিন্দা করেননি তাই তিনি বলেছেন যে তার সেই কাজই করা উচিত যা তাকে সর্বাধিক সুখ বা আনন্দ দেয়। মানুষ অবশ্যই কখনও কখনও নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কিন্তু তা যদি তার নিজের সুখকে বিঘ্নিত করে তা হলে অন্যের স্বার্থের জন্য কাজ করা উচিত নয়।

২। "It not possible to live pleasantly without living prudently and honourably."– Epicurus

সমালোচনা

নৈতিক আত্মসুখবাদ কখনই দার্শনিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেনি। সমসাময়িক কালে আত্মসুখবাদের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে। তার মধ্যে এখানে কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ করা হবে।

(১) একটি সমালোচনায় বলা হয়েছে যে নৈতিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিকে এই মতবাদ সঠিক দিগ্‌দর্শন করতে পারে না। যদি প্রত্যেক মানুষ আত্মস্বার্থে কাজ করে তা হলে যে কোন পরিস্থিতিতেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে। একজন দার্শনিক[১] বলেছেন যে বিভিন্ন মানুষের স্বার্থের সংঘাত হয় বলেই আমাদের নৈতিক নিয়মের প্রয়োজন হয়। যদি বিভিন্ন মানুষের স্বার্থের সংঘাত না হত তা হলে সব মানুষই নিজের পথে চলতে পারত এবং কোন মানুষেরই নৈতিক পথনির্দেশের প্রয়োজন হত না। কিন্তু নৈতিক আত্মসুখবাদ স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে কোন সমাধান উপস্থিত করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ঐ দার্শনিক এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন:

'ক' এবং 'খ' উভয়েই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। 'ক' যদি জয়লাভের চেষ্টা করে অর্থাৎ সুখ অর্জনের চেষ্টা করে তা হলে তা নিশ্চয়ই 'খ'-এর জয়লাভের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আবার 'খ' যদি নিজের সুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ জয়লাভের চেষ্টা করে তা হলে তা 'ক'-এর স্বার্থ এবং সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে একজনের আত্মসুখ অন্যের দুঃখ সৃষ্টি করবে। এই সংঘাতের ফলে কোন মানুষই নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারবে না অর্থাৎ আত্মসুখলাভে ব্যর্থ হবে। যদি এই সংঘাতের মধ্যে কোন মানুষ আত্মসুখ লাভ করতে পারে তা হলে অন্য কোন মানুষ যে আত্মসুখ লাভ করতে পারবে না তা বোঝা যায়। সহজ কথায় দুজন মানুষের আত্মসুখলাভের প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য; অথচ আলোচ্য মতবাদে সকলেরই আত্মসুখলাভের চেষ্টা করা উচিত।

(২) অনেকেই আত্মসুখবাদকে একটি অশুভ নৈতিক মতবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদকে অনুসরণ করলে অনেক অশুভ সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কারণ এই মতবাদ মানুষকে স্বার্থপর হবার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের স্বার্থ যদি বিঘ্নিত হয়, এমন কি অন্যে দুঃখভোগ করে তা হলেও আমার আত্মসুখকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এই মতবাদ মনে করে যে একজন রাজনীতিবিদ্ আত্মসুখ চরিতার্থ করার জন্য দেশের করদাতাদের স্বার্থ উপেক্ষা করে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করতে পারে। নৈতিক আত্মসুখবাদ অন্যের স্বার্থ বা সুখকে উপেক্ষা করতে শেখায়। এর ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। মানুষ

১। Kurt Baier– *the Moral Point of View*

Scanned with CamScanner

আত্মসুখের স্বার্থে সামাজিক ঋণ পরিশোধ করবে না, নিজের অঙ্গীকার পালন করবে না, চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবে। আত্মসুখবাদ এই ভাবে একটি অহিতকর মতবাদে পরিণত হয়েছে।

(৩) আত্মসুখবাদ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্তত অধিকাংশ আত্মসুখবাদী এ কথা মনে করেন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ যে ভ্রান্ত তা আমরা জানি। এ কথা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই মিথ্যা যে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তি আত্মমুখী। মানুষ যেমন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে সেইরকম অন্যের মঙ্গলও তার কাম্য। মানুষ আত্মপ্রেমিক, কিন্তু একই সঙ্গে আত্মসংযমী, কারণ সে অন্যের স্বার্থ বা সুখ সম্বন্ধে উদাসীন নয়।

(৪) আত্মসুখবাদ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে— একদিকে আমরা নিজেরা এবং অন্যদিকে বাকি মানুষ। এই মতবাদ বলে যে প্রথম শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের তুলনায় বেশী মূল্যবান। পৃথিবীর সকল মানুষকে এইভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভক্ত করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে— আমার জাতি ও অন্যান্য জাতি, আমার ধর্মের মানুষ ও অন্য ধর্মাবলম্বী, শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ ইত্যাদি। শুধু এই বিভাগ করা হয়েছে তা নয়। আমরা মনে করেছি যে একটি বিশেষ জাতি বা একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থ অন্য জাতি বা ধর্মের মানুষের তুলনায় বেশী মূল্যবান। কিন্তু এই ধারণা ভুল কারণ এখানে মানুষের মধ্যে ভেদের ভিত্তিটি স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। একই ভাবে আমি যখন অন্য মানুষের থেকে নিজেকে ভিন্ন বলে ভাবি তখন এমন একটি ভেদের কথা বলি যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। এই মিথ্যা ভেদের উপর ভিত্তি করে নিজের স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের তুলনায় বেশী মূল্যবান বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই।

(৫) আত্মসুখবাদের পরিণাম বিচার করলে দেখা যায় যে এই মতবাদ সঠিক হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে একথা প্রমাণ করা যেতে পারে। ধরা যাক্ একজন ব্যক্তি একটি বিশাল সঞ্চয় ভাণ্ডারের অধিকর্তা। তিনি যে সঞ্চিত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তা জনগণের অর্থ। একজন ব্যক্তি অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত ঐ অর্থ গচ্ছিত রাখে। অবসর গ্রহণের পরে সে ঐ অর্থ পায়। এখন, যিনি ঐ ভাণ্ডারের অধিকর্তা তিনি স্বার্থান্বেষী হয়ে নিজের সুখের জন্য ঐ টাকা আত্মসাৎ করতে পারেন এবং তার জন্য এমন পথ অবলম্বন করতে পারেন যে তাকে ধরা সম্ভব নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি যে ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করলেন। ফলে বহু মানুষ অকল্পনীয় দারিদ্র্য ভোগ করল।

এই কাহিনীতে বর্ণিত ব্যক্তির কাছে দুটি বিকল্প ছিল— তিনি অর্থ আত্মসাৎ করতে পারেন অথবা গচ্ছিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। প্রথম বিকল্পটি তাঁর কাছে বেশী উপকারী বা লাভজনক, যদিও তা আমানতকারীর কাছে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উপযোগিতার বিচারে অর্থ আত্মসাৎ করা যেহেতু অনেক ভালো তাই অর্থ আত্মসাৎ করাই নীতিগতভাবে সঠিক— এস সিদ্ধান্তই করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে সঠিক নয় তা বলা বাহুল্য।

এই দৃষ্টান্তটি আত্মসুখবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে।

(৬) আত্মসুখবাদের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে এই মতবাদকে কোনভাবেই নৈতিক মতবাদ বলা যায় না। যে কাজ আমাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে সেই কাজকে বেছে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেই কারণকে নৈতিক কারণ বলার কোন হেতু নেই। সেইজন্য বলা হয় যে আত্মসুখবাদকে বিচক্ষণতার মতবাদ (doctrine of prudence) বলা যেতে পারে, কিন্তু নৈতিক মতবাদ (doctrine of morality) বলা যায় না।

উপযোগবাদ
(Utilitarianism)

উপযোগবাদকে কখনও কখনও পরসুখবাদ (Altruism) বলা হয়। আসলে পরসুখ বা সর্বাধিক মানুষের সুখই উপযোগ নামে কথিত হয়েছে। তাই পরসুখবাদই উপযোগবাদ। পরসুখবাদ আত্মসুখবাদের তুলনায় অধিকতর গ্রহণ যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন অবশ্যই আলোচিত হতে পারে। কিন্তু নৈতিক আত্মসুখবাদের ভিত্তি যেমন মানব মনস্তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করা হয়, সেইরকম মানুষের উপযোগী বা পরার্থপর আচরণের ভিত্তিকে আমরা কোথায় অনুসন্ধান করব? উপযোগবাদের দুজন প্রখ্যাত প্রবক্তার রচনায় আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

কখনও কখনও মনে হয় আত্মসুখবাদের সঙ্গে উপযোগবাদের কোন বিরোধ নেই। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আত্মসুখবাদ যদি সত্য হয় তাহলে অন্য মানুষের সুখের জন্য কাজ করার দায়বদ্ধতা কোন মানুষের থাকে না। এই ধারণা হয়তো সঠিক নয়। একজন বিত্তবান ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পদকে কিভাবে ব্যয় করতে পারে? সে হয়তো শুধুমাত্র আত্মসুখের জন্য নতুন গৃহনির্মাণ করতে পারে, নতুন গাড়ি কিনতে পারে, অজস্র মনিরত্ন সঞ্চয় করতে পারে। অথবা সে আর্থিক

Scanned with CamScanner

ভাবে দুর্বল কোন কলেজকে অর্থ সাহায্য করতে পারে যাতে সমষ্টির উপকার হয়। অর্থ ব্যয় করার এই দুটি বিকল্পের মধ্যে সে সেই বিকল্পকেই নির্বাচন করতে পারে যা তাকে অধিকতর সুখ বা আনন্দ দেবে। সে মনে করতে পারে যে পরহিতে অর্থব্যয় করলেই তার তৃপ্তি অধিক হবে। সেক্ষেত্রে আত্মসুখবাদ একথাই বলবে যে ঐ ব্যক্তির উচিত আর্থিক ভাবে দুর্বল কলেজকে অর্থ সাহায্য করা। আত্মসুখবাদ এখানে পরসুখবাদে মিশে যায়।

একথা কিন্তু সত্য নয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি একথা বোঝায় না কোন কোন পরিস্থিতিতে আত্মসুখবাদ নিজেকে অতিক্রম করে যায়। এখানে বিত্তবান ব্যক্তির দাক্ষিণ্য কাজটির নৈতিকতার নিয়ামক নয়। পরসুখের প্রশ্নটি এখানে নৈতিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক। আত্মসুখবাদীর মতে পরহিতে অর্থদান এখানে দাতার গভীর সুখের কারণ। তাই বলা যায় যে আত্মসুখই এই ব্যক্তিকে দানে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ফলে হয়ত বহুজনের মঙ্গল সাধিত হয়েছে বা সুখ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু পরসুখ উৎপাদন করা তার কর্মের অভিপ্রায় নয়। আত্মসুখবাদ এইভাবে কখনও কখনও অন্যের সুখজনক কর্মে আমাদের বাধা দেয় না। কিন্তু এই জাতীয় কর্মের মূলে আছে আত্মপ্রীতি এবং আত্মসুখলাভের স্পৃহা। সুতরাং একথা বলা সঙ্গত হবে না যে আত্মসুখবাদ পরসুখবাদের বিরোধী নয়। আমরা একথা বলতে পারি না যে আত্মসুখবাদ কোন কোন পরিস্থিতিতে পরসুখবাদে পরিণতি লাভ করে।

উপযোগবাদ বা পরসুখবাদ আত্মসুখকে বিসর্জন দিতে বলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পরসুখকে কেন আমি নৈতিক আদর্শ বলে গ্রহণ করব তার সদুত্তর চাই। তার জন্য উপযোগবাদের প্রবক্তা বেন্থাম ও মিল এর মতবাদ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নীতিবিদ্যায় কোন মতবাদ যদি সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে থাকে তাহলে তার নাম উপযোগবাদ। এই মতবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায় ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) রচনায়। কিন্তু জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) রচনায় এই মতবাদ একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ অবশ্য সুখকে মানুষের যাবতীয় কর্মের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করে। কিন্তু এই সুখ কেবলমাত্র আত্মসুখ নয়। পরসুখবাদ মনে করে যে মানুষ কেবল আত্মমুখী নয়; অন্যের স্বার্থ বা সুখ সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়। পরসুখবাদী এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সকল মানুষই সুখী। এই অভিপ্রায় নিয়েই নৈতিকতার মূল বা প্রাথমিক সূত্রটি রচিত হয়েছে। আমাদের কি করা উচিত তা স্থির করার জন্য সেই রকম কর্মপন্থাকে বেছে নেওয়া আবশ্যক যা সেই কর্মের দ্বারা

প্রভাবিত হয় এমন সমস্ত মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপাদন করে। এই সর্বকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নৈতিক আচরণকে চিহ্নিত করা যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই সাধারণ বলে মনে হতে পারে। দুঃখকে প্রতিরোধ করা এবং সুখ বৃদ্ধি করা যে কোন মানুষই তার জীবনের ব্রত বলে মনে করে। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে এই মতবাদকেই বৈপ্লবিক বলে মনে হবে যা হয়ত মার্কস এবং ডারউইনের তাত্ত্বিক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। পরসুখবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে এই মতবাদ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিধানের কথা বলেনি, অথবা কতকগুলি বিমূর্ত অথচ অনমনীয় বিধির প্রতি আনুগত্য দেখায়নি। নৈতিকতাকে বিচার করা হয়েছে মানুষের সুখের মাধ্যমে যে মানুষ এই জগতে বাস করে। জাগতিক সুখকে সুনিশ্চিত করাই আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্মীয় প্রভাবে আমাদের চিন্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল তখন এই চিন্তাধারা অবশ্যই বৈপ্লবিক ছিল।

সার্বিক সুখ যেহেতু এই মতবাদের আদর্শ তাই এই মতবাদকে সার্বিক সুখবাদ বা universalistic hedonism বলা হয়। আমার কর্ম হবে 'বহুজনহিতায়' যা বিশ্বজনের পক্ষে উপযোগী। এই দিক থেকে আলোচ্য মতবাদকে উপযোগবাদ বা utilitarianism বলা হয়েছে।

ধ্রুপদী উপযোগবাদের সমর্থক ছিলেন বেন্থাম এবং মিল। তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিত তিনটি বচনের মাধ্যমে উপস্থিত করা যেতে পারে:

(ক) কর্মের পরিণাম বিচার করেই তার ভালো-মন্দ বিচার করা উচিত। কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আর কিছুই বিচার্য নয়। যে কাজের পরিণাম সবচেয়ে ভালো সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা উচিত।

(খ) কর্মের পরিণামের মূল্যায়নে সেই কর্ম কতখানি সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করতে পেরেছে তা দেখা প্রয়োজন। পরিণামের মূল্যায়নে সুখ ছাড়া অন্য সবকিছুই অপ্রাসঙ্গিক। সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা হবে যে কাজ দুঃখের তুলনায় সুখই বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করে, বেদনার তুলনায় আনন্দই বেশী সৃষ্টি করে।

(গ) একটি কর্ম থেকে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের পরিমাণগত তারতম্য বিচারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের সুখকে অন্যের সুখের তুলনায় বেশী মূল্যবান বলে মনে করা চলবে না। প্রত্যেক মানুষের সুখ বা কল্যাণ সমান মূল্যবান।

এই তিনটি বচনকে একত্র সংগ্রহ করে বলা যায় যে, সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা হবে যে কাজ বিভিন্ন মানুষের সুখের মধ্যে মূল্য বা গুরুত্বের বৈষম্য না করে জগতে দুঃখের তুলনায় সুখই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে।

Scanned with CamScanner

বেন্থামের উপযোগবাদ

বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। তিনি উপযোগবাদকে একটি বিমূর্ত নীতিতত্ত্ব বলে মনে করেননি। ব্রিটিশ আইনব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য তিনি উপযোগবাদকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নাগরিকদের কল্যাণসাধন করাই আইনের উদ্দেশ্য। অপরাধ ও শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে একজন মানুষকে কেন অপরাধী বলে মনে করা হয়? সেই ব্যক্তির কর্ম সমাজের অন্য ব্যক্তির দুঃখের কারণ হয় বলেই তাকে অপরাধী বলা হয়। অপরাধীর শাস্তি এইরকম হওয়া উচিত যাতে অপরাধ করে সে যে সুবিধা ভোগ করেছে তা রোধ করা যায়। যতটুকু শাস্তি তাকে ভবিষ্যতে আবার অপরাধ করা থেকে বিরত করে ততটুকু শাস্তিই তার প্রাপ্য। বেন্থাম আসলে এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে নাগরিকদের হিতসাধন করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। যা হিতকর তাই উপযোগী। বেন্থামের এই মনোভাব তাঁর মূল নৈতিক সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে আমাদের যে কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ আনতে পারে সেই কাজই ভালো এবং আমাদের সেইরকম কাজই করা উচিত। যে কাজ সুখকে সর্বাধিক মাত্রায় উৎপন্ন করতে পারে এবং দুঃখকে ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসতে পারে সেই কাজই উপযোগী। যে কাজ এই অর্থে উপযোগী সেই কাজই ভালো।

উপযোগবাদীরা বলেন যে আমরা সেই বস্তুটি লাভ করার জন্যই কাজ করতে পারি যার স্বগত মূল্য আছে। একমাত্র সুখই সেই বস্তু। বেন্থাম (ও মিল) যেহেতু উপযোগকে সুখের মাধ্যমেই কল্পনা করেছেন তাই তাঁর নীতিদর্শনকে সুখবাদী উপযোগবাদও (hedonistic utilitarianism) বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জি.ই.মুর মনে করেছেন যে কোন একটি বিশেষ বস্তু বা লক্ষ্য উপযোগের অর্থ হতে পারে না। সুখ ছাড়াও বহু বিষয়ের স্বগত মূল্য আছে— যেমন জ্ঞান, সাহস, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি। এই জাতীয় উপযোগবাদকে বহুত্ববাদী উপযোগবাদ (pluralistic utilitarianism) বলা হয়।

বেন্থাম উপযোগবাদকে যেভাবে দেখেছেন তা আমরা তাঁর মূল গ্রন্থ[১] অনুসরণ করে উপস্থিত করব। বেন্থাম বলেছেন—

প্রকৃতি মানুষকে দুটি সার্বভৌম প্রভুর অধীনস্থ করেছে— যাদের নাম দুঃখ ও সুখ। আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব সে বিষয়ে একমাত্র তারাই নির্দেশ দিতে পারে। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু বলি, যা কিছু চিন্তা করি— এই সমস্তই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। উপযোগের নীতিতে এই অধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না তাঁরা অর্থহীন, যুক্তিহীন কথা বলেন।

উপযোগ সম্বন্ধে বেন্থাম বলেছেন যে, একটি বস্তুর সেই ধর্মকেই উপযোগ বলা হয় যে ধর্ম মানুষকে সুখ, কল্যাণ বা শান্তি এনে দেয় অথবা যা অমঙ্গল, বেদনা বা দুঃখকে প্রতিরোধ করে। যার দ্বারা সুখ বা আনন্দ উৎপন্ন হয় সে একজন ব্যক্তি হতে পারে বা একটি বৃহত্তর সমাজ হতে পারে। বেন্থাম অবশ্য সমাজকে অলীক বলেছেন, কারণ যে সমস্ত মানুষ সমাজের সদস্য তারাই সমবেতভাবে সমাজ রচনা করে। তা হলে সমাজের সদস্যদের স্বার্থ বা উপযোগের সমন্বয়কেই সমাজের স্বার্থ বলা হবে। বেন্থাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে ব্যক্তির স্বার্থকে না বুঝলে সমাজের স্বার্থকে বোঝা যায় না।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে উপযোগবাদ মানুষের মধ্যে শুধুই স্বার্থপরতাকে দেখেনি। বেন্থাম এ কথা অস্বীকার করেননি যে মানুষের মধ্যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির স্পৃহা আছে। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের এই বক্তব্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থ রক্ষার আগ্রহও মানুষের মধ্যে রয়েছে। তবু প্রশ্ন ওঠে যে মানুষ কেন তার স্বাভাবিক স্বার্থপর প্রবণতাকে উপেক্ষা করে অন্যের স্বার্থ ও সুখের অন্বেষণ করবে? মানুষের এই প্রবৃত্তি তো স্বাভাবিক নয়, বরং তার স্বাভাবিক আত্মমুখী প্রবৃত্তির বিরোধী। এই সংশয়ের একটি উত্তর আমরা চাইতে পারি।

বেন্থাম মনে করেন যে পরার্থপরতার সপক্ষে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রভাবেই মানুষ নিজের স্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যায় এবং অন্যের সুখের কথা চিন্তা করে। বেন্থাম চারপ্রকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন— (ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, (খ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, (গ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও (ঘ) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণগুলি আছে বলেই মানুষ নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েও অন্যের সুখের জন্য সচেষ্ট হয়।

এই নিয়ন্ত্রণগুলি কি রকম? (ক) প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী আহার-বিহারে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। অসংযত আহার ও ভোগবিলাস আমাদের শরীরের চূড়ান্ত ক্ষতি করতে পারে। তাই জীবনে সংযম পালন করা উচিত— এই নিয়মই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ মানুষকে অসংযত ভোগ থেকে বিরত করে।

(খ) রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে যদি কোন মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় তা হলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিয়ে তাকে আইনের পথে ফিরিয়ে আনে। এরই নাম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

(গ) সমাজে বাস করে মানুষ যদি অসামাজিক কাজ করে তা হলে সে সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত হয়। এই তিরস্কারের ভয়ে সে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। এর নাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

১। *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*– Jeremy Bentham.

Scanned with CamScanner

(ঘ) ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পাবার আশঙ্কায় মানুষ পৃথিবীতে অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। এই ভীতি ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ রূপে কাজ করে। এই চারটি নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলেই আমরা অন্যের স্বার্থকে উপেক্ষা করে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি করি না। মানুষ আত্মসুখ লাভের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণগুলি থাকার জন্য সে পরসুখ কামনা করতে বাধ্য হয়।

বেন্থামের উপযোগবাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত তিনি বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত প্রভেদ স্বীকার করেননি, তবে তাদের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। যে সুখের পরিমাণ বেশী সেই সুখই কাম্য। সুতরাং বেন্থাম সুখকে এবং দুঃখকেও পরিমাপযোগ্য বলে মনে করেছেন। দুঃখ এবং সুখের মধ্যে কার পরিমাণ বেশী তা গাণিতিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। বেন্থাম সুখের পরিমাণের নানা লক্ষণের উল্লেখ করেছেন যার ফলে তাঁর কাছে সুখকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। সুখকে পরিমাপের এই পদ্ধতিকে 'hedonistic calculus' বলা হয়। বেন্থাম সুখের পরিমাপের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির উল্লেখ করেছেন—

Intensity	বা	তীব্রতা
Duration	বা	স্থিতিকাল
Certainty	বা	নিশ্চয়তা
Propinquity	বা	নৈকট্য
Fecundity	বা	উর্বরতা
Purity	বা	শুদ্ধতা
Extent	বা	বিস্তার

উপরোক্ত ধর্মগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বা পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে থাকতে পারে। দুটি সুখের মধ্যে যার মধ্যে এই ধর্মগুলি অধিক পরিমাণে আছে তাই আমাদের কাম্য। সব সুখই সমজাতীয় হলেও তাদের গুণ বা ধর্মের ভেদ থাকতে পারে। যেমন, (১) দুটি সুখের মধ্যে তীব্রতার তারতম্য থাকতে পারে। একটি সুখানুভূতি অন্যটির তুলনায় তীব্র হলে তাই আমাদের কাম্য হবে। বেন্থামের মতে মানসিক সুখের তুলনায় ইন্দ্রিয়ের সুখ অনেক বেশী তীব্র। তাই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই আমাদের কাম্য। বেন্থামের উপযোগবাদ এইভাবে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখবাদে পরিণত হয়েছে।

(২) কোন সুখ ক্ষণস্থায়ী আবার কোন সুখ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এদের মধ্যে যে সুখের স্থায়িত্ব বেশী তাই কাম্য। (৩) অনিশ্চিত বলার অর্থ তা আমার হস্তগত নাও হতে পারে। সেই সুখে অধিক তীব্রতা বা স্থায়িত্বের সম্ভবনা থাকলেও যে সুখ নিশ্চিন্ত ভাবে লাভ করা যায় তাই কাম্য। (৪) দূরবর্তী সুখের তুলনায় যে সুখ অদূরবর্তী তাই কাম্য। (৫) একটি সুখের থেকে আর একটি সুখের জন্ম হতে পারে।

এরই নাম উর্বরতা। অনুর্বর সুখ যা নিজেতেই সমাপ্ত হয়, অন্য সুখের জন্ম দেয় না তার তুলনায় উর্বর সুখই কাম্য। যে সুখ আরও সুখের জন্ম দেয় না বরং যার পরিণামে দুঃখের সম্ভবনা থাকে তা বিশুদ্ধ সুখ নয়। (৬) এইরকম সুখের তুলনায় নিরঙ্কুশ, শুদ্ধ সুখই কাম্য যার পরিণামেও সুখ পাওয়া যায়। (৭) বেন্থামের উপযোগবাদ মানুষকে পরহিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজের সুখের তুলনায় অন্যের সুখই কাম্য। যত বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে আমি সুখকে ছাড়িয়ে দিতে পারি ততই মঙ্গল। 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ'— এই আদর্শে প্রকৃতপক্ষে সুখের পরিব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

বেন্থামের মতবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মানুষের আত্মপ্রেমকে অস্বীকার না করেও তার মধ্যে পরার্থপরতা দেখেছেন। তবে পরার্থপরতার ভিত্তিকে তিনি মানুষের অন্তরে বা স্বাভাবিক মানসিকতার মধ্যে আবিষ্কার করেননি। এই পরসুখকামনা বহিঃশক্তির প্রভাবে বাধ্যতামূলক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

মিল-এর উপযোগবাদ

জন স্টুয়ার্ট মিলকে উপযোগবাদী দার্শনিক বেন্থামের উত্তরসূরী বলে উল্লেখ করা হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ কথা সত্য হলেও মিলের রচনার মধ্য দিয়েই উপযোগবাদ একটি পরিশীলিত তত্ত্বের রূপলাভ করেছে। মিলের রচনায় উপযোগবাদ অনেক বেশী মনস্তত্ত্বসম্মত এবং যুক্তিনিষ্ঠ। মিল শুধুমাত্র একজন নীতিদার্শনিক নন। সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে যে আদর্শকে তিনি উপস্থিত করেছিলেন তারই ভিত্তিরূপে উপযোগবাদ পরিকল্পিত হয়েছিল।

মিল তাঁর "Utilitarianism" নামক গ্রন্থে উপযোগবাদের একটি বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন: "...utility or the Greatest Happiness Principle holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness." অর্থাৎ মিল 'উপযোগ' শব্দটির দ্বারা সর্বাধিক সুখের নীতিকে বুঝেছেন। এই নীতি অনুযায়ী সেই কর্মই যথোচিত বলে গণ্য হবে যার মধ্যে সুখ উৎপাদন করার প্রবণতা আছে এবং সেই কর্ম অনুচিত যার মধ্যে সুখের বিপরীত অর্থাৎ দুঃখ উৎপাদন করার প্রবণতা আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মিল তাঁর উপযোগিতার সূত্রে 'happiness' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে মিল বলেছেন— 'By happiness is intended pleasure and the absence of pain; by

Scanned with CamScanner

unhappiness, pain and the privation of pleasure.' 'Happiness' শব্দটির অর্থ যদি আনন্দ হয় তাহলে বলতে হবে যে মিলের এই তত্ত্বে আনন্দের ধারণা সুখের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। তাই সর্বাধিক সুখের নীতিই যে মিল-এর উপযোগবাদের সারকথা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মিল তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে উপযোগবাদের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। যা আমাদের সমস্ত কর্মের চরম লক্ষ্য তাকে সাধারণ অর্থে প্রমাণ করা যায় না। যাকে ভালো বলে মনে করা হয় তার ভালোত্বকে প্রমাণ করার জন্য তাকে এমন একটি লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বলে দেখানো হয় যে লক্ষ্যটি কোন প্রমাণ ব্যাতিরেকেই ভালো। চিকিৎসা বিজ্ঞান ভালো কারণ তা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে। কিন্তু যে ভালো বা সংরক্ষণের যোগ্য তা কি প্রমাণ করা সম্ভব? সঙ্গীত শাস্ত্র ভালো কারণ তা আনন্দ বা সুখ উৎপাদন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুখ যে ভালো তা প্রমাণ করা যায় না। চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এইভাবেই অপ্রমাণিত থেকে যায়। তবুও বিষয়টি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে গ্রাহ্য হতে পারে। এই বুদ্ধিগ্রাহ্যতাই এখানে উপযোগবাদের প্রমাণ। মিল বলেছেন— 'The subject is within the cognizance of the rational faculty; ...and this is equivalent to proof.'

মিল এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপযোগবাদের সমর্থনে দুটি ভিত্তির উল্লেখ করেছেন—

(১) একটি আদর্শমূলক ভিত্তি, এবং

(২) মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

প্রথমত উপযোগবাদ সর্বাধিক সুখের নীতিকে উপযোগের নীতি বলে মনে করে। এই নীতিটি নৈতিকতার মূল ভিত্তি। মিল সেই কর্মকেই সঠিক বা যথোচিত বলে স্বীকার করেছেন যার মধ্যে আনন্দ উৎপাদন করার প্রবণতা আছে। এর বিপরীত ধর্মী কর্ম অনুচিত। এই মত অনুসারে সুখলাভ ও দুঃখ থেকে মুক্তি— এই দুটিই আমাদের কাম্য।

কিন্তু সুখকে আমাদের কাম্য বলার কারণ কি? মিল-এর মতে কারণটি এই যে আমরা সুখ কামনা করি। যুক্তিটিকে বিশ্লেষণ করলে তা এইরকম হবে— মানুষ স্বাভাবিকভাবে সুখ বা আনন্দ কামনা করে; সুতরাং সুখ নিশ্চই তার কাছে কাম্য হবে— যার অর্থ হল সুখ আমার কাছে ভালো।

একটি মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা থেকে মিল এইভাবে একটি ঔচিত্যবোধক সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে অনেক দিক থেকে আপত্তি করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিটি এই যে মিল এখানে 'কাম্য' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। শব্দের এইরকম ব্যবহারের ফলে দ্ব্যর্থবোধকতা দোষ (fallacy of equivocation) হয়। 'কাম্য' শব্দটির দ্বারা মিল প্রথমে বুঝেছেন 'যা কামনা' করা

সম্ভব (desirable)। কিন্তু সিদ্ধান্তে তিনি 'কাম্য' বলতে 'যা কামনা করার যোগ্য' তাকেই বুঝেছেন। এখন, 'কামনা করার যোগ্য' বলতে আমরা কি বুঝব? মিল তুলনা দিয়ে বলেছেন যে আমরা যা দেখি তাই দর্শনযোগ্য; যা শুনি তাই শ্রবণযোগ্য। তা হলে আমরা যা কামনা করি তাকে নিশ্চয়ই কামনার যোগ্য বলা যাবে।

কিন্তু এখানে লক্ষ করা প্রয়োজনে যে 'দর্শনযোগ্য', 'শ্রবণযোগ্য' এই শব্দগুলির অর্থ এবং 'কামনার যোগ্য' এই শব্দটির অর্থ এক নয়। আমরা একটি বস্তুকে দর্শনযোগ্য বলি কারণ তা দেখা সম্ভব। দূর আকাশে একটি তারা খালি চোখে দর্শনযোগ্য নয়; তাকে দেখা সম্ভব নয়। সেই রকম একটি শব্দকে আমরা শ্রবণযোগ্য বলি এই অর্থে যে শব্দটিকে শোনা সম্ভব। কিন্তু যখন কোন বস্তুকে কাম্য বা কামনার যোগ্য বলি তখন আমরা একথা বলতে চাই না যে বস্তুটিকে কামনা করা সম্ভব। বরং আমরা বলতে চাই যে বস্তুটিকে কামনা করা উচিত।

সুতরাং দর্শনযোগ্য, শ্রবণযোগ্য ইত্যাদি শব্দের উপমা দিয়ে 'কামনার যোগ্য' এই শব্দটির অর্থ করলে ভুল হবে। 'কামনার যোগ্য' এই অর্থে যখন 'কাম্য' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় তখন সেখানে ঔচিত্যের প্রশ্ন এসে পড়ে। এর ভিত্তি কোথায়? আমরা সুখ কামনা করি— এটি একটি বর্ণনামূলক বাক্য। কিন্তু আমাদের সুখ কামনা করা উচিত— এটি ঔচিত্যবোধক বাক্য। বর্ণনার ভিত্তিতে ঔচিত্যের কথা বলা যায় না— এই অভিমত অনেক দার্শনিকের।

মিল তাঁর উপযোগবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অপরের সঙ্গে একাত্মবোধ করার প্রবণতা আছে। বেন্থাম বলতে চেয়েছিলেন যে আমরা যেন নিজেদের স্বার্থেই অন্যের স্বার্থ রক্ষা করি। মিল মানুষের পরার্থপরতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেননি; বরং তিনি মানুষের সামাজিকতাবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড দেখে আমরা যেমন শিহরিত হই, সেইরকম অন্যের স্বার্থ বা প্রয়োজন দেখেও আমরা সংবেদনশীল হয়ে পড়ি। মিল মনে করেছেন যে আমাদের মধ্যে অন্যের প্রতি সামান্য হলেও স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে। নৈতিকতা এই সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। সুতরাং মিল-এর মতে উপযোগবাদের ভিত্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত আছে।

মিল নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই সুখবাদী নীতিদর্শন অনেকের দৃষ্টিতেই রুচিকর বলে মনে হবে না। যে জীবন সুখ ছাড়া অন্য কোন মহৎ বস্তুকে কামনা করে না সেই জীবন যথার্থ মানুষের জীবন হতে পারে না। এই জাতীয় আশঙ্কার বিরুদ্ধে মিল-এর প্রতিক্রিয়ার তীক্ষ্ণতাকে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে তিনি কেবল সুখের সন্ধানী মানুষকে শূকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আসলে মিল গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন যে মানুষের জীবন মানবেতর প্রাণীর জীবনের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

Scanned with CamScanner

সাধারণ প্রাণীদের জৈব প্রবৃত্তির তুলনায় মানুষের মধ্যে অনেক উন্নত বৃত্তি আছে। এই বৃত্তির পরিতৃপ্তি তাকে যথার্থ আনন্দ দেয়।

বেন্থামের উপযোগবাদে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখের ধারণায় স্থূলতা প্রকট হয়েছিল। মিল-এর উপযোগবাদ এই স্থূলতা থেকে মুক্ত এবং অনেক মার্জিত। বিভিন্ন সুখের মধ্যে পরিমাণগত তারতম্য থাকলেও মিল তাদের গুণগত উৎকর্ষতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত তারতম্যের অর্থ কি? মিল এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন— দুটি সুখের মধ্যে কোন একটিকে নির্বাচনের নৈতিক দায়বদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ একটিকে নির্বাচন করে তাহলে বুঝতে হবে যে সেটিই সুখ হিসাবে মানুষের কাম্য। মিল আরও বলেছেন যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি দুটি সুখের মধ্যে একটিকে প্রভূত অসন্তোষের কারণ বলে জেনেও অন্য সুখটির পরিমাণগত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তাকেই গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেই নির্বাচিত সুখকে গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট বলে বুঝতে হবে।[১]

মিল-এর বক্তব্যের সরলার্থ এই যে দুটি সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এখন দুটি সুখের মধ্যে সমস্ত মানুষ বা অধিকাংশ মানুষ যেটিকে পছন্দ করে সেই সুখই অধিকতর কাম্য। সেই সুখটিকে অপরটির তুলনায় আমরা এতই কাম্য বলে মনে করি যে সেই সুখের প্রাপ্তির সঙ্গে অসন্তোষ জড়িত থাকলেও আমরা তাকে পরিত্যাগ করি না। সেক্ষেত্রে সেই সুখের অনুভূতিকে গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতে হবে।

উপযোগবাদ মানসিক সুখকে দৈহিক সুখের তুলনায় শ্রেয় বলে মনে করেছিল। কিন্তু তার কারণ এই ছিল যে মানসিক সুখ দৈহিক সুখের তুলনায় অনেক বেশী স্থায়ী এবং সুরক্ষিত। উপযোগবাদ এইভাবে মানসিক ও দৈহিক সুখের মধ্যে তুলনা করেছিল। কিন্তু মানুষের স্বভাবের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানসিক সুখ যে স্বরূপত অর্থাৎ গুণগতভাব শ্রেষ্ঠ এ কথা মিলের পূর্বে কোন উপযোগবাদী উপলব্ধি করেননি। মিল অভিযোগ করেছেন যে, সমস্ত বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুণ এবং পরিমাণকে

১। Of two pleasures, if there be one to which all or almost all who have experience of both give a decided preference, irrespective of any feeling of moral obligation to prefer it that is the more desirable pleasure. If one of the two is ... placed so far above the other that they prefer it, even though knowing it to be attended with a greater amount of discontent, and would not resign it for any quantity of the other pleasure which their nature is capable of, we are justified– Utilitarianism- J.S.Mill Chapter 2.

সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। সুখের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু পরিমাণকেই বিবেচনা করার কোন হেতু নেই।

হয়ত যে সুখকে আমরা উৎকৃষ্ট বলে মনে করি তা আমাদের পরিতৃপ্ত করে না। মানুষ মাত্রই তবুও সেই সুখকেই কামনা করবে যা তার উন্নত বৃত্তিগুলিকে পরিতৃপ্ত করে। একটি পশু তার সংগৃহীত সুখের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বোধ করতে পারে। এ কথা সত্য হতে পরে যে একটি পশু যে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করে তার তুলনায় মানুষের সুখে কিছু অতৃপ্তি, কিছু অপূর্ণতা থেকে যায়। তবু মানুষ শূকরের জীবনকে চায় না। সে নির্বোধের জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে যদিও সেখানে পরিতৃপ্তির পূর্ণতা আছে। মানুষ হয়ত একটি পশুর তুলনায় বেশী সুখী নয় কারণ সুখের পূর্ণতা একমাত্র পশুরই প্রাপ্য। তার কারণ পশুর আকাঙ্ক্ষা স্বল্প, তার ভোগের ক্ষমতা পরিমিত এবং সেইজন্য সে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির অধিকারী। কিন্তু মানুষ যেহেতু তার তুলনায় নানা ভাবে উন্নত এবং পরিশীলিত তাই সে কোন সুখের মধ্যেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় না। আসলে একমাত্র মানুষই পূর্ণতা এবং অপূর্ণতার বোদ্ধা। তাই পশুর স্তরে অবনত হয়ে পূর্ণ সুখের অধিকারী হওয়ার চেয়ে সে মানবিক স্তরে সুখের অপূর্ণতাকে শ্রেয় বলে মনে করে। এই প্রসঙ্গে মিলের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়: "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied"। একটি পরিতৃপ্ত শূকর হওয়ার চেয়ে আমি অতৃপ্ত মানবজীবনকেই শ্রেয় বলে মনে করব। পরিতৃপ্ত নির্বোধের তুলনায় অতৃপ্ত সক্রেটিসের মর্যাদা অনেক বেশী। উপরের আলোচনায় আমরা মিল-এর উপযোগবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখেছি— (১) মানুষ যে সুখকে কামনা করে তা ইন্দ্রিয়জ সুখ নয়; (২) মানসিক বা বৌদ্ধিক সুখ ইন্দ্রিয়জ সুখের তুলনায় উৎকৃষ্ট; (৩) মানুষের কামনা কেবল আত্মসুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পরসুখও তার কাম্য।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে পরিণাম সাপেক্ষ নীতিবাদীরা যা নৈতিকভাবে ভালো তার মানদণ্ড রূপে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন যা ভালো হলেও নৈতিকভাবে ভালো নয়। উদাহরণ স্বরূপ সুখবাদ সুখকে নৈতিক মূল্যের মানদণ্ড রূপে স্বীকার করেন যদিও সুখকে আমরা নৈতিক মূল্যবান বলি না। একটি কর্ম হয়ত সুখ উৎপাদন করে। কিন্তু সুখকে আমরা নৈতিক মূল্য বলি না। অথচ 'ভালোত্ব' নামক নৈতিক মূল্যকে সুখবাদীরা সুখের দ্বারাই নির্ণয় করেন। কর্মের নৈতিক মূল্য যদি অপর একটি নৈতিক মূল্যের উপর নির্ভর করত তাহলে সে বিচার চক্রক (circular) হত। সুতরাং যে মূল্য নৈতিক নয় তার সাহায্যেই নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ নৈতিক মূল্যায়নের জন্য প্রথমে এমন কিছু জানা প্রয়োজন যা ভালো— কিন্তু নৈতিক ভাবে ভালো নয়।

Scanned with CamScanner

এর বিপরীতে আর এক শ্রেণীর মতবাদ আছে যা মনে করে যে কর্মের পরিণাম বা ফলাফল দিয়ে তার নৈতিক মূল্য বিচার করা যায় না। কর্মের পরিণাম নয়; বরং কর্মের নিজস্ব ধর্মই তার নৈতিকতার পরিচায়ক। যেমন, আমি যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি তাহলে আমার এই কাজের নৈতিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার পরিণাম কি হয়েছিল যে বিচার সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত এই নিয়মটি আমার কাছে একটি শর্তহীন অনুজ্ঞা যাকে আমি কর্তব্য বা duty বলে মনে করি। প্রতিজ্ঞা পালন করাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি বলেই আমি পরিণাম নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধে প্রতিজ্ঞা পালন করি। এই মতবাদ কর্তব্য সাপেক্ষ নীতিবাদ নামে পরিচিত। কর্তব্যের গ্রীক প্রতিশব্দ deon (duty)। তাই যে মতবাদ কর্তব্য পালনকেই নৈতিকতার লক্ষণ বলে তার নাম deontological ethics।

মিল-এর উপযোগবাদের মূল্যায়ন

মিল তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে উপযোগবাদের বিরুদ্ধে নানা সম্ভাব্য অভিযোগের বিচার করেছেন। বিভিন্ন পূর্বপক্ষের খণ্ডনের মধ্য দিয়ে উপযোগবাদ আরোও বলিষ্ঠভাবে স্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সুখ সকল প্রাণীর কাম্য হলেও সুখবাদ যে নৈতিক আদর্শের কথা বলে তা বিশেষভাবে মানুষেরই আদর্শ। সুখবাদ বা উপযোগবাদ মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়সুখকে আদর্শ রূপে উপস্থিত করেনি। মানুষের উন্নত বৃত্তির কাছে মিল সেই সুখকেই আদর্শ বলেছেন যা স্থূল নয়। মানুষের উন্নত বৃত্তিসমূহকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়। তবুও মানুষ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখকে বর্জন করতে চায় যেখানে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির আশ্বাস আছে। মানুষ যেহেতু উন্নত বা পরিশীলিত বৃত্তির অধিকারী তাই এই বৃত্তিকে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়। তবুও মানুষ ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রার্থনা করে না। মিল একেই মানুষের মহত্ত্ব বা মর্যাদার পরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন।

মিল তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে আরও কিছু কিছু সম্ভাব্য অভিযোগের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

একটি অভিযোগে বলা হয়েছে যে সুখ, তা যে কোন প্রকারের হোক্ না কেন, তা কখনও মানুষের কর্মের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তার প্রধান কারণ এই যে সুখ বস্তুত অপ্রাপ্য ('unattainable') এবং একই সঙ্গে একথা সত্য যে মানুষ সর্বদা সুখ কামনা করে না ('men can do without happiness')। অনেক মানুষ ত্যাগের মধ্যেই মহত্ত্বকে লাভ করার পক্ষপাতী।

একথা সত্য যে সুখ যদি অলভ্য হয় তাহলে তা কখনও নৈতিকতার লক্ষ্য বা আদর্শ হতে পারে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব— একথা অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য 'সুখ' শব্দটি যদি মানবজীবনের ধারাবাহিক তীব্র সুখের অনুভূতিকে বোঝায় তাহলে সেইরকম সুখ বাস্তবিক প্রাপ্য নয়। তীব্র সুখ মানুষের জীবনে কখনও কখনও আলোকচ্ছটার মত ক্ষণেকের জন্য আসে। উপযোগবাদ যে সুখের কথা বলে তা মানবজীবনের এক প্রচেষ্টা যা জীবনে সুখ সঞ্চয় না করতে পারলেও দুঃখকে দূর করতে চায়। দুঃখহীন জীবনও সুখী জীবন। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র এইটুকু সুখের অংশীদার হয়ে কি তৃপ্তবোধ করতে পারে? অবশ্যই পারে। অধিকাংশ মানুষ অতি স্বল্প সুখেও তৃপ্ত বোধ করে থাকে। তারা সেই জীবনকেই সুখী বলে মনে করে যা প্রশান্ত।

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে মানুষ সর্বদা সুখ কামনা করে একথা সত্য নয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে অধিকাংশ মানুষ সুখ ছাড়াই জীবন অতিবাহিত করে। আবার যারা বীর বা শহীদ তারা স্বেচ্ছায় মহত্তর কিছুর স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখকে বিসর্জন দেয়।

মিল একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবুও শহীদের আত্মবিসর্জন অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আত্মোৎসর্গের স্বগতমূল্য নেই। শহীদ আত্মোৎসর্গ করে কারণ সে আশা করে যে তার আত্মবিসর্জন অনেক মানুষের সুখের কারণ হবে। তাই যে মানুষ সচেতনভাবে আত্মসুখকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম সে আত্মোৎসর্গের দ্বারা অপরের সুখ বা আনন্দ সুনিশ্চিত করে। উপযোগবাদ যে সুখকে নৈতিকতার মানদণ্ড বা লক্ষণ বলেছে তা কখনই ব্যক্তির নিজস্ব সুখ নয়, বরং সকলের সুখ— "... the happiness which forms the utilitarian standard of what is right in conduct, is not the agent's own happiness, but that of all concerned."

আসলে উপযোগবাদ আত্মসুখ ও পরসুখের মধ্যে সমদৃষ্টি প্রত্যাশা করে। বাইবেলে যে স্বর্ণনীতির উল্লেখ আছে উপযোগবাদে তারই মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে: তুমি অন্যের কাছ থেকে যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর তোমারও অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করা উচিত এবং প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসা উচিত— একথাই উপযোগবাদী নৈতিকতার আদর্শ। এই আদর্শের কাছাকাছি যাবার জন্য উপযোগবাদ মনে করে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ যেন সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন ব্যক্তি ও সমষ্টির সুখের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। এর ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সকলের সুখ উৎপাদন করার প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে। উপযোগবাদ যে আদর্শের কথা বলে সেই আদর্শ মানুষের পক্ষে এত মহান যে তাকে স্পর্শ করাই

Scanned with CamScanner

কঠিন বা অসম্ভব (too high for humanity)— এইরকম অভিযোগ করা যেতে পারে। মানুষ সর্বদা তার সকল কর্মে সমাজের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির কথা বিবেচনা করবে— উপযোগবাদের এই দাবি অতি কঠোর।

এই আশঙ্কার উত্তরে মিল-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে নৈতিকতার মানদণ্ড সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। মিল মনে করেন যে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ করাই নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্তব্যবোধই আমাদের যাবতীয় কর্মের অভিপ্রায় হবে— একথা বলা নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। অধিকাংশ মানুষেরই কর্মের পিছনে অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে, যদিও সেই কর্ম কর্তব্যের বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা চলে। যে ব্যক্তি একজন জলমগ্ন মানুষের জীবন রক্ষা করে তার কাজটি নীতিগতভাবে যথোচিত বলে গণ্য হবে কর্মের অভিপ্রায় যাই হোক না কেন। সে যদি সমাজের কাছ থেকে প্রশংসিত হওয়ার আশায় কাজটি করে থাকে অর্থাৎ এই কাজের পিছনে কর্তব্যবোধের প্রেরণা যদি না থাকে তাহলেও কাজটি নৈতিক বলে গণ্য হবে। উপযোগবাদের বক্তব্য এই নয় যে প্রতিটি নৈতিক কর্মই বহুজনের প্রতি কর্তব্যবোধের প্রেরণায় সম্পাদিত হয়। অধিকাংশ সৎকর্মই ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য করা হয়; জগতের স্বার্থচিন্তা হয়ত সেখানে গৌণ। কিন্তু একথা মিথ্যা নয় যে ব্যক্তির মঙ্গল সমষ্টিবদ্ধ হয়ে সমাজের সার্বিক মঙ্গল রচনা করে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

বিচারবাদ
(Rationalism)

বিচারবাদ; শর্তহীন আদেশ; শুভসংকল্প;
কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য; উল্লেখপঞ্জী।

মানুষের দু'টি বৃত্তি রয়েছে–জীববৃত্তি (animality) এবং বুদ্ধিবৃত্তি (rationality)। সুখ-দুঃখ ও আবেগ-অনুভূতি নিয়েই তার জীববৃত্তি; ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতাই হল তার বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই সে অন্যান্য প্রাণিকুল হতে ভিন্ন। তুলনামূলকভাবে বচার করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের উচ্চবৃত্তি এবং জীবনবৃত্তি হল তার নিম্নবৃত্তি। বিচারবাদী কান্ট মনে করেন যে, মানুষকে তার আবেগ-অনুভূতি অবদমিত করতে হবে এবং কেবল মাত্র বিচার বুদ্ধির দ্বারাই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীববৃত্তিকে অবদমিত করে বুদ্ধির নির্দেশ না মানলে কোন মানুষের পক্ষে নৈতিক জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের উচিত তার আবেগ-অনুভূতিকে নির্মল করে বিশুদ্ধ চিন্তার অনুশীলন করা। আর তাই আমাদের জীবনকে কান্ট 'জীববৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম-স্থল' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল : কান্ট মানুষের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সীমারেখা টেনে এদের মধ্যে যে অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেছেন, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মানুষের যে দু'টি বৃত্তি রয়েছে, তা সর্বজনস্বীকৃত। এদের একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নিয়ে জীবন চলে না। দু'টির সমন্বয়ের মধ্যেই প্রকৃত মানব-জীবন। এদের মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক অনাবিল ঐক্য রয়েছে। জীববৃত্তিও নৈতিক জীবনের এক উপাদান বিশেষ। এই উপাদানকে যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়, তবে বিচার বুদ্ধির মাহাত্ম্য কোথায়? কিসে একে প্রয়োগ করা হবে? নৈতিক জীবনে অনুভূতিরও মূল্য রয়েছে। নৈতিক জীবনে যদি এর কোন মূল্য না থাকতো, তবে অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্য-পালন একটি কৃত্রিম বাধ্যতাবোধে পর্যবসিত হয়ে পড়তো। অনুভূতির বশবর্তী হয়েও মানুষ অনেক সময় এমন কাজ করে, যার নৈতিক মূল্য অনেক। আবার কান্ট এও বলেছেন যে, যতদিন নৈতিক জীবন থাকবে, ততদিন জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম অবিরাম চলবে। কিন্তু মানুষ যদি তার নৈতিক জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তবে এ সংগ্রাম চলবে কি? বস্তুত নৈতিক জীবনের উচ্চস্তরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথোচিত কাজ করে থাকে।

শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) : কান্ট নৈতিক নিয়মকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন–শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical Imperative) এবং শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative)।[১] শর্তাধীন আদেশ এমন একটি নৈতিক নিয়ম যা

নিজের গুণে নয় বরং অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে শর্তহীন আদেশ নিজের গুণেই গৃহীত; এটি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৃহীত নয়। কান্টের মতে বিবেক যে নৈতিক নিয়মকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তা আসলে শর্তহীন আদেশ। নৈতিক নিয়ম যে শর্তহীন আদেশ, তা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, এটি প্রথম একটি আদেশ-সাধারণ কোন উক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ দু'টি বাক্য নেয়া যাক–(ক) 'ছাত্ররা নীতিবিদ্যা পড়তে পারে' এবং (খ) 'ছাত্রদেরকে নীতিবিদ্যা পড়তেই হবে।' এ দু'টি বাক্যের মধ্যে প্রথমটি একটি 'সাধারণ উক্তি' কিন্তু দ্বিতীয়টি বক্তার 'আদেশ'। প্রথমটিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে নৈতিক নিয়ম শুধুমাত্র একটি আদেশই নয়, এটি একটি শর্তহীন আদেশ। কোন রকম শর্তের উপর এ আদেশ পালন করা নির্ভর করে না। কিন্তু নৈতিক নিয়মকে কি আদেশ মনে করা যুক্তিসংগত? নৈতিক নিয়ম আদেশ বলার অর্থ হল, এর প্রকৃতিতে যে 'অবশ্যই বা বাধ্য হওয়ার' (must) সুর রয়েছে, তা মেনে নেয়া। আসলে নৈতিক নিয়মকে 'ঔচিত্যমূলক' একটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে বনে করা উচিত বলে ম্যাকানস্তি মত প্রকাশ করেন।[২]

কান্ট একটি নৈতিকতার সার্বভৌম নিয়মের (Supreme Principle of Morality) বিভিন্ন রূপের কথাও বলেছেন। প্রথমটি হল : "এমন সূত্রানুযায়ী কাজ কর যাকে একটি সার্বজনীন সূত্রে রূপান্তরিত করতে তুমি ইচ্ছে করতে পার।"[৩] অর্থাৎ আমাদের এমন নৈতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করতে হবে যাকে সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করা যায়। কর্তব্য সবারই এক ও অভিন্ন। আমাদের এমন কাজ করতে হবে যে কাজ সকলের করা উচিত। কান্ট একটি উদাহরণ দিয়ে এই সূত্রটির ধারণাকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা একটি অনুচিত কাজ। সকলে যে-কোন সময় তা ভঙ্গ করতে পারে এমন অবস্থা মেনে নেয়া যায় না। যদি তা-ই হয় তবে প্রতিজ্ঞা করা বলে আর কিছু থাকবে না। এ রকম কাজকে সর্বজনীন করা যায় না। কারণ তাহলে এ রকম কাজ অসংগতিপূর্ণ হয়। যে-কাজে কোন অসংগতি দেখা দেবে না শুধু এমন কাজ করাই আমাদের উচিত। কান্টের এই নৈতিক সূত্রটির কোন সমর্থক মূল্য নেই। আমাদের কি করা উচিত শুধু ততটুকুই আমরা এর থেকে জানতে পারি। যে নিয়ম অনুযায়ী আমরা কাজ করবো, তাতে অসংগতি রয়েছে কি-না এবং তা সার্বজনীন করা যাবে কি-না, তা আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু এর দ্বারা জানা যাচ্ছে না আমাদের কর্তব্য কি।

কান্টের দ্বিতীয় নীতিবাক্যটি হল : 'তোমাকে সহ প্রতিটি' বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে সর্বদাই একটি উদ্দেশ্য (end) হিসেবে বিবেচনা করা–কখনও মাধ্যম (means) হিসেবে নয়।" অর্থাৎ তুমি এমন কাজ কর যাতে তোমার নিজেকে বা অন্য কোন মানুষকে কোন সময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে, সব সময় উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মানুষ

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিজীবী প্রাণী। যে কাজ তাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, তা যথোচিত নয়। উদাহরণসবরূপ কান্ট বলেন যে, আত্মহত্যা সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা আত্মহত্যার বেলায় মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে অসম্মান করে। মানুষকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়–একথা সত্য। তবে অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষকে মাধ্যম বা উপায় হিসেবে ব্যবহার করেও শুভ ফল লাভ করা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বাধিক মানুষের সুখের জন্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা সমর্থন করে।

কান্টের তৃতীয় নৈতিক বাক্যটি হলো : "আদর্শ রাজ্যের সদস্য হিসেবে কাজ করা।" প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কাজেই প্রত্যক ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয়া একান্তভাবে উচিত। প্রতিটি মানুষকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করতে হবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে নৈতিক নিয়ম পালন করতে হবে। সর্বোপরি একে অন্যের মঙ্গল সাধনে প্রয়াসী হতে হবে। কান্টের এই নৈতিক বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কান্ট নিজেকে একজন বিচারবাদী হিসেবে দাবি করলেও, আসলে তিনি পরোক্ষভাবে পূর্ণতাবাদের মাহাত্ম্য মেনে নিয়েছেন। কেননা, তার এই নৈতিক বাক্যটি এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ রাষ্ট্র বা সমাজের কথা বলে যেখানে প্রতিটি সদস্যকে পরস্পরের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে অনুপ্রাণিত করে।

শুভ সংকল্প (Good Will) **:** কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ নৈতিক নিয়মাবলী অনুসারে কাজ করে। কিন্তু ফললাভের আকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্তব্যবোধের পিছনে একটি অভিপ্রায় বা সংকল্প বিদ্যমান থাকতে হবে। কান্ট এর নাম দিয়েছেন 'শুভ সংকল্প' (good will)। তাঁর মতে : "এই পৃথিবীতে অথবা এর বাইরেও যত কিছু রয়েছে, তার মধ্যে যে জিনিস বিনাশর্তে ও নিরঙ্কুশভাবে শুভ, তা হল শুভ সংকল্প।"[৩] কান্ট বলেন, 'ভাগ্যের অবদান' (gifts of fortune) প্রতিভা এবং জাগতিক বিজ্ঞতা শুভ হবে যখন এগলো শুভ সংকল্প দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণত সম্পদ এবং বুদ্ধিকে ভাল বলে থাকি। কিন্তু কান্টের মতে এগুলোও ভাল নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি শুভ সংকল্প দ্বারা এগুলো পরিচালিত হয়। অর্থাৎ শুভ সংকল্প দ্বারা পরিচালিত হলেই সম্পদ এবং বুদ্ধি ভাল হয়। কান্টের উদাহরণ যা প্রমাণ করে তা হলো, যে জিনিস যথার্থ ভাল, তার গঠনের মধ্যে সর্বদাই শুভ সংকল্প একটি উপাদান হিসেবে বিদ্যমান।[৪]

কান্ট বলেন যে, এমন কতকগুলো গুণ রয়েছে (যেমন, আত্ম-সংযম, স্থির মস্তিষ্কতা, আপোস-মনোভাব) যা শুভ সংকল্পকে সহায়তা দান করে এর কাজকে সহজতর করে তোলে। কিন্তু এদের কারোরই স্বয়ংভিত্তিক অন্তর্মূখী গুণ নেই। এগুলো সদগুণ হিসেবে পরিগণিত হতে গেলে এদের পেছনে শুভ সংকল্পের সহযোগিতা প্রয়োজন। এগুলো যদি শুভ সংকল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে এই সদগুণগুলো খারাপ রূপ ধারণ করতে

পারে। কিন্তু কাজের ঈপ্সিত ফল লাভ দ্বারা কোন সংকল্পকে শুভ সংকল্প বলে আখ্যায়িত করা যায় না। একটি সংকল্প উত্তম কি-না সেটা আপনার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। উত্তম সংকল্পের 'উত্তম' স্বভিত্তিক। প্রবণতার দ্বারা শুভ সংকল্প প্রভাবিত হয় না। সব প্রবণতার সমবেত সম্ভ্রম অপেক্ষা শুভ সংকল্পের সম্ভ্রমবতার মূল্য অধিকতর। কান্ট বলেন, যদি এমন হয় যে দুর্ভাগ্যের পরিহাসের জন্য বা প্রাকৃতিক অন্তরায়ের জন্য এই শুভ সংকল্প স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, তবু এটা আপন মহিমায় মহিমান্বিত থাকবে! শুভ সংকল্প দ্বারা কি ভাল বা মন্দ লাভ হল–তার দ্বারা এর মহত্ত্ব বিচার্য নয়।

কান্টের শুভ সংকল্প (good will)-এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি কখনও 'সংকল্প' (will) শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যেন এটি একটি ক্ষমতাশীল জীব। যেমন কান্ট বলেন, 'সাহস', 'সংকল্প' জাতীয় সদগুণকে সংকল্প ব্যবহার করে। কোন গুণকে ব্যবহার করার ক্ষমতা সংকল্পের আছে–এ জাতীয় উক্তি একান্তভাবে রূপক উক্তি। ওয়াহাবের মতে, জড়কে মানবিক গুণে ভূষিত করার কাব্যসুলভ প্রচেষ্টা ও দর্শনে এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত বিভ্রান্তমূলক।[৫] কান্ট এক জায়গায় বলেন, কোন কিছুই যথার্থ স্বভিত্তিক শুভ নয়, একমাত্র শুভ সংকল্প ছাড়া। এটি প্রমাণ করার জন্য তিনি অন্যান্য গুণযেমন, সুখ, পান্ডিত্য ইত্যাদির সাহায্য নেন এবং দেখান যে এদের প্রতিটিই মূল্যহীন বা নিশ্চয়ভাবে মন্দ হতে পারে, যদি না এগুলো একটি শুভ-সংকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়। কান্টের এই যুক্তিটি ব্রডের মতে একটি ভ্রান্ত যুক্তি।[৬]

কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য (Duty for Duty Sake) **:** কান্টের মতে বিচার বুদ্ধির নিয়মই হল নৈতিক বিচারের মানদণ্ড। তিনি মনে করেন যে, 'কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য' করা উচিত, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। তাই তিনি বলেন, শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে যখন কোন কাজ করা হয় তখনই সে কাজটির নৈতিক মূল্য থাকে।[৭] কাজ করে কি ফল লাভ হবে বা সে কাজের উদ্দেশ্য কি–তা দিয়ে কাজের গুণাগণ বিচার হয় না। আবার কোন ব্যক্তি যদি প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করে, সে কাজের প্রতি শ্রদ্ধার কোন কারণ নেই। এসব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা আসে না এজন্য যে, এ সব ক্ষেত্রে সংকল্পর (will) শক্তি প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে যে কাজ মানুষের সংকল্প উদ্ভূত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। সে নীতি কখনও প্রেরণার দাসত্ব করে না, বরং প্রেরণাকে দাবিয়ে রাখে। কর্মসিদ্ধান্ত নেবার সময় যখন প্রেরণার প্রভাব বর্জন করা হয়, অর্থাৎ মানুষ যখন সংকল্পের নিজস্ব আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই সে কাজ প্রশংসনীয় হয় এবং সেটাই 'আদেশ' নামে আখ্যায়িত হতে পারে। অপরপক্ষে যদি কেউ অনুরাগ বা অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে কোন ব্যক্তিকে

Scanned with CamScanner

সাহায্য বা সেবা করে, তবে সে কাজের আদৌ কোন নৈতিক মর্যাদা থাকে না। এইরূপ ব্যক্তির কাজকে কান্ট 'বিকারগ্রস্ত' কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

কান্টের 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য' নীতিটি কঠোর। বাস্তবে জীবনে অনুভূতি মুক্ত হয়ে 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য' সম্পাদন করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন উদ্দেশ্যের কথা না ভেবে কাজ করা দুরূহ ব্যাপার। কাজেই দেখা যাচ্ছে কান্টের এই নীতিটিতে সাধারণ মানুষের জন্য কর্তব্য সম্পাদন করার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আবার কান্টের মতে 'কর্তব্য (Duty) নামক ধারণার মধ্যে 'শুভ সংকল্প' (good will) ধারণা অন্তর্নিহিত। তাঁর ভাষায় এই দু'টি ভাবের মধ্যে নৈয়ায়িক সম্পর্ক রয়েছে। 'সমকোণী ত্রিভুজ' নামক ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে যেমন ত্রিভুজ, সমকোণ-এ দুটি ভিন্নভাবের স্বরূপ আপনা আপনি বেরিয়ে আসে, তেমনি 'কর্তব্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে 'শুভ সংকল্প'র স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। কিন্তু 'কর্তব্য' শব্দটির মধ্যে 'শুভ সংকল্প' ভাবটি যে নিহিত, তা মনে করার কোন যৌক্তিক কারণ আছে কি? 'কর্তব্য' শব্দটি উচ্চারিত হলে 'শুভ সংকল্প' শব্দটি আমাদের মনে উপস্থাপিত হয় বলে মনে হয় না। প্রহরী যখন গভীর রাতে 'কর্তব্যে' বের হয়, তখন তার সে কর্তব্যের মধ্যে নৈতিকতার বা শুভ-সংকল্পের কোন সম্পর্ক থাকে বলে মনে হয় না। যা হোক, কান্টের 'বিচারবাদের' দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা বলা চলে যে, এই মতবাদটি মানুষের আবেগ-অনুভূতির চেয়ে বিচার-বুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানবের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে।

Scanned with CamScanner

* নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ এবং মনোবৈজ্ঞানিক আত্মসর্বস্বতাবাদের পার্থক্য নির্দেশ কর। পূর্বটি কি পরবর্তীটিকে স্বীকার করে নেয়? ২+৩

Distinguish between ethical egoism and psychological egoism. Does the former presuppose the latter?

• Distinguish between ethical egoism and psychological egoism :-

উত্তর:

(i) যেমন আত্মসর্বস্বতাবাদ ও সুখবাদ অনুসারে মানুষ নিজের সুখ খুঁজে বেড়ায়, এবং অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে কেবল সুখ লাভের জন্য। আবার যে সকল কাজ সুখ দেয় না সে সকল কাজ আমরা করি না, তাই মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ ও আত্মসর্বস্বতাবাদ [illegible] আত্মসর্বস্বতাবাদ হল।

অপরদিকে যে সুখবাদী মতে নৈতিক আদর্শ হল যে কাজ মানুষকে সুখ এনে দেয় তাই উচিত এবং যে কাজ সুখলাভের পথে প্রতিবন্ধক তাই অনুচিত, এবং [illegible] যে কাজ [illegible], [illegible] আত্মসর্বস্বতাবাদী মতে নৈতিক সুখবাদ ও নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ হল।

(ii) মনোবৈজ্ঞানিক [illegible] একটি [illegible] তথ্যমূলক ও বস্তুগত [illegible] বিবৃতি হয়, কারণ - মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ আমাদের বাস্তব [illegible] মানুষ [illegible] করে না মানুষ [illegible] কী করে, সুখের জন্য কী করে সুখের [illegible] [illegible] নির্ভর করে।

কিন্তু নৈতিক সুখবাদ আদর্শ [illegible] [illegible] মানুষ কী করে তা [illegible] [illegible] মানুষ কী করা উচিত [illegible] [illegible] হয়, নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ।

[illegible] যেহেতু [illegible] মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। কিন্তু নৈতিক সুখবাদকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

(iii) [illegible] [illegible] ও মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ মানুষের স্বভাবের [illegible] [illegible] [illegible] হয়। কিন্তু নৈতিক সুখবাদ [illegible]

Scanned with CamScanner

না পারে। মানুষের স্বভাবতই কী করা উচিত- নৈতিকতার সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করে।

(iv) মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদের মত দার্শনিকগণ:

(ক) মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে নিজের সুখ খুঁজতে চেষ্টা করে এবং [illegible] সুখ কামনা। (খ) যে কাজ মানুষের সুখলাভে সহায়ক হয় সে কাজ তাকে আকর্ষণ করে। (গ) আর যে কাজ তাকে সুখ লাভে সহায়ক হয় না সেই কাজ তার আকর্ষিত নয়।

অন্যদিকে নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদের মতে কতগুলি প্রস্তাব: (ক) সুখের অনুসন্ধানই [illegible]। (খ) অসুখের অনুভব সবাই এড়ায়। (গ) দুটি অনুভবের মধ্যে যেটি অধিকতর সুখের সেটিকে বাছাই। (ঘ) দুটি অনুভবের মধ্যে যে অধিকতর অসুখের সেটি এড়ানো।

(v) [illegible] দুটি মতবাদের [illegible]

দার্শনিকের [illegible] নৈতিক [illegible] [illegible] মনস্তাত্ত্বিক [illegible] নৈতিক [illegible] [illegible] নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] [illegible] না।

[illegible] নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] মনস্তাত্ত্বিক [illegible] নৈতিক [illegible] মানুষের [illegible] অনুভবের [illegible] [illegible] ব্যতীত [illegible] উচিত।

* [illegible] যে নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] নিয়ে। :-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] দুটি মতবাদের [illegible] [illegible]।

নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] মানুষের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তার [illegible] [illegible] [illegible]। যেমন মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই মতবাদের [illegible] অনুযায়ী [illegible] মানুষ [illegible] [illegible] [illegible]। নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ [illegible] যে কাজ [illegible] অনুভবের [illegible] [illegible] [illegible] উচিত [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদ [illegible] যে মানুষ [illegible] [illegible] সুখের [illegible] [illegible]।

[illegible] যে নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: নৈতিক আত্মসর্বস্বতাবাদ; মনস্তাত্ত্বিক আত্মসর্বস্বতাবাদের [illegible] [illegible] [illegible] না।

Scanned with CamScanner

এখন আমি [illegible] বলতে পারি [illegible]
বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ১০ বছরের, এখানে
মানসিক [illegible]
মনো-চিকিৎসকের সাহায্য [illegible]। [illegible]
[illegible] মনো-চিকিৎসকের সাহায্য [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible], আমি regularity [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] আমি [illegible], [illegible]
[illegible] যে, [illegible]
[illegible], [illegible]। [illegible] মনোচিকিৎসকের
[illegible] না।
[illegible] আমার [illegible]
[illegible]।

[illegible] আত্মসচেতনতা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] না। [illegible]
[illegible] আত্মসচেতনতা [illegible] মনোচিকিৎসকের
[illegible] আত্মসচেতনতার [illegible]
[illegible] না। [illegible]
[illegible] না। [illegible] যে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]। সুতরাং [illegible]
[illegible] যে, [illegible]
[illegible], [illegible] না,
[illegible]
[illegible]।